বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন
University Grants Commission of Bangladesh
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
website: www.ugc.gov.bd

বাংলাদেশ
বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন

স্মারক নংঃ ৩৭.০১.০০০০.১৩১.৪১.০০৬.২৩- ৬৩৭২

তারিখ ঃ ১৩ অগ্রহায়ণ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ
২৮ নভেম্বর,২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীদের জন্য কয়েকটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান অবস্থা সংক্রান্ত সর্বশেষ তথ্য

জনস্বার্থে এবং অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদের জ্ঞাতার্থে জানানো যাচ্ছে যে, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১০ এর অধীনে বর্তমানে ১১৫টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন রয়েছে। তন্মধ্যে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে ১০৬ টি বিশ্ববিদ্যালয়ে। যে সকল বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে মামলা মোকদ্দমাসহ বিভিন্ন ধরণের সমস্যা বিরাজমান সে সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকা পূর্বের ধারাবাহিকতায় প্রকাশ করা হলো। উল্লেখ্য, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের হালনাগাদ তথ্য নিয়মিতভাবে কমিশনের ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়।

ক) **অবৈধ ক্যাম্পাস ও অবৈধভাবে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনাকারী বিশ্ববিদ্যালয় (০৩ টি)**

(১) **ইবাইস ইউনিভার্সিটি:** বিশ্ববিদ্যালয়টির সাময়িক অনুমতিপত্রের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ায় বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১০ এর ১২(১) ধারা অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়টির কার্যক্রমের আর কোন আইনগত ভিত্তি নেই। এ বিশ্ববিদ্যালয়টির অনুমোদিত কোনো ক্যাম্পাস ও ঠিকানা এবং চ্যান্সেলর তথা বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিয়োগকৃত ভিসি, প্রো-ভিসি ও ট্রেজারার নেই তথা বৈধ কোন কর্তৃপক্ষ নেই। এছাড়া বোর্ড অব ট্রাস্টিজ নিয়ে দ্বন্দ্ব এবং আদালতে মামলা রয়েছে। ফলে **বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১০ অনুযায়ী ইবাইস ইউনিভার্সিটি এর একাডেমিক, প্রশাসনিক, আর্থিক, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি, পরীক্ষা ও ইহার ফলাফল এবং প্রদত্ত একাডেমিক সনদের আইনগত কোন বৈধতা নেই।**

(২) **আমেরিকা বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি:** বিশ্ববিদ্যালয়টির সাময়িক অনুমতিপত্রের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ায় বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১০ এর ১২(১) ধারা অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়টির কার্যক্রমের আর কোন আইনগত ভিত্তি নেই। বর্তমানে এ বিশ্ববিদ্যালয়টির অনুমোদিত কোনো ক্যাম্পাস ও ঠিকানা এবং চ্যান্সেলর তথা বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিয়োগকৃত ভিসি, প্রো-ভিসি ও ট্রেজারার নেই তথা বৈধ কোন কর্তৃপক্ষ নেই। ফলে **বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১০ অনুযায়ী আমেরিকা বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি এর একাডেমিক, প্রশাসনিক, আর্থিক, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি, পরীক্ষা ও উহার ফলাফল এবং** প্রদত্ত একাডেমিক সনদের আইনগত কোন বৈধতা নেই।

(৩) **দি ইউনিভার্সিটি অব কুমিল্লা:** বিশ্ববিদ্যালয়টির সাময়িক অনুমতিপত্রের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ায় বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১০ এর ১২(১) ধারা অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়টির কার্যক্রমের আর কোন আইনগত ভিত্তি নেই। বিশ্ববিদ্যালয়টিতে চ্যান্সেলর তথা বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিয়োগকৃত ভিসি, প্রো-ভিসি ও ট্রেজারার নেই তথা বৈধ কোন কর্তৃপক্ষ নেই। ফলে **বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১০ অনুযায়ী দি ইউনিভার্সিটি অব কুমিল্লা এর একাডেমিক, প্রশাসনিক, আর্থিক, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি, পরীক্ষা ও ইহার ফলাফল এবং প্রদত্ত একাডেমিক সনদের আইনগত কোন বৈধতা নেই।**

খ) **কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান অবস্থা নিম্নরূপ:**

(১) **ভিক্টোরিয়া ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ:** নির্ধারিত সময়ে স্থায়ী ক্যাম্পাসে শিক্ষাসহ সকল কার্যক্রম স্থানান্তরে ব্যর্থ হওয়ায় কমিশন কর্তৃক পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত ০১ জানুয়ারী, ২০২৩ তারিখ থেকে নতুন শিক্ষার্থী ভর্তি বন্ধ রয়েছে এবং তা এখনও বহাল রয়েছে। তবে উক্ত তারিখের পুর্বে চলমান কোর্সে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদের শিক্ষা কার্যক্রম চলমান থাকবে।

(২) **সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি (ঢাকা):** বিশ্ববিদ্যালয়টির সাময়িক অনুমতিপত্রের মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়টিতে বর্তমানে মহামান্য রাস্ট্রপতি/চ্যান্সেলর কর্তৃক নিয়োগকৃত ভাইস চ্যান্সেলর নেই। অদ্যাবধি ট্রেজারার নিয়োগ এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত অডিট ফার্ম দ্বারা অডিট করা হয়নি। এছাড়া, প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে বোর্ড অব ট্রাস্টিজ গঠন সংক্রান্ত জটিলতা, পারস্পারিক দ্বন্দ্ব ও মামলা চলমান রয়েছে। এসকল কারণে কমিশন কর্তৃক পরবর্তী নির্দেশনা না দেওয়া পর্যন্ত ২২-০২-২০২৪ তারিখ থেকে সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি-এর সকল প্রোগ্রামে নতুন শিক্ষার্থী ভর্তি বন্ধ রয়েছে এবং তা এখনও বহাল রয়েছে। তবে উক্ত তারিখের পুর্বে চলমান কোর্সে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদের শিক্ষা কার্যক্রম চলমান থাকবে।

(৩) সাউদার্ন ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ: এই বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে একাধিক মামলা মহামান্য আদালতে বিচারাধীন রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক, একাডেমিক ও প্রশাসনিক বিষয়ে তদন্ত কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

(৪) **দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়:** আদালতের আদেশবলে দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইহার সকল আউটার ক্যাম্পাস বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। একই সাথে দেশের সকল বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের আউটার ক্যাম্পাস বন্ধ করা হয়েছে।

Pls upload.
01/12/2024

(৫) **কুইন্স ইউনিভার্সিটি:** ২২-১০-২০০৬ তারিখে সরকার কর্তৃক বন্ধকৃত। পরবর্তীতে ২২-১০-২০০৬ তারিখের বাতিল সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন শর্ত সাপেক্ষে ০১ বছরের জন্য প্রত্যাহার করা হয়। শর্তটি হলো "০১ (এক) বছরের মধ্যে কুইন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্পিত শিক্ষা কার্যক্রম সংক্রান্ত সকল শর্ত পূরণ করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় কতৃপক্ষ যদি সকল শর্ত পূরণ করতে সক্ষম না হন তবে শিক্ষা কার্যক্রম সংক্রান্ত এই সাময়িক অনুমতি তাৎক্ষনিক বাতিল হবে"। উল্লেখ্য, শর্তানুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কুইন্স ইউনিভার্সিটি শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করতে সমর্থ হয় নাই।

(গ) উপাচার্য: বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে অর্জিত ডিগ্রির মূল সার্টিফিকেট-এ স্বাক্ষরকারী হবেন সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের মহামান্য রাষ্ট্রপতি তথা আচার্য কর্তৃক নিয়োগকৃত ভাইস-চ্যান্সেলর এবং পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক। শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনাকারী ১০৬টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিয়োগকৃত উপাচার্য রয়েছেন ৭৪টি বিশ্ববিদ্যালয়ে। কমিশনের ওয়েবসাইটে (www.ugc.gov.bd) এতদসংক্রান্ত বিষয়ে সময়ে সময়ে তালিকা আপডেট করা হয়।

এমতাবস্থায়, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির ক্ষেত্রে শুধুমাত্র সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত ক্যাম্পাসে এবং অনুমোদিত প্রোগ্রামে ভর্তি হওয়ার জন্য ইউজিসির ওয়েবসাইট (www.ugc.gov.bd) থেকে তথ্য সংগ্রহপূর্বক ভর্তি হওয়ার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন কর্তৃক পরামর্শ দেয়া হলো। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের জন্য প্রযোজ্য ক্ষেত্রে **তারকা (*) চিহ্নসহ** কমিশনের ওয়েবসাইটে (www.ugc.gov.bd) হালনাগাদ তথ্য আপলোড/প্রদর্শন করা হয়ে থাকে। তদুপরি, কেউ কোনো অননুমোদিত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অননুমোদিত ক্যাম্পাস, অননুমোদিত প্রোগ্রামে বা অনুমোদিত প্রোগ্রামে কমিশন নির্ধারিত আসন সংখ্যার বিপরীতে অতিরিক্ত আসনে ভর্তি হয়ে প্রতারিত হলে এবং পরবর্তীতে কোনো আইনগত সমস্যা সৃষ্টি হলে কিংবা বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষিত অথবা প্রোগ্রাম বাতিল হলে বা অনুমোদিত আসন সংখ্যার অধিক আসনে ভর্তি হয়ে সনদ বাতিল হলে তার দায়-দায়িত্ব বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের উপর বর্তাবে না।

কর্তৃপক্ষের নির্দেশক্রমে,

পরিচালক
বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় বিভাগ